যুগান্তর

তারিখ ... 19 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ...

সম্পাদকীয়

জাল সনদে শিক্ষক নিয়োগ

দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা নিন

শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি, অনিয়ম, প্রতারণার মহোৎসবের যে নৈরাশ্যজনক চিত্র রোববারের যুগান্তরে প্রকাশিত প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, তা যেমন 'ভয়াবহ' তেমনই মর্মপীড়াদায়ক। শিক্ষামন্ত্রী ঘটনা প্রসঙ্গে 'সবক্ষেত্রে কমবেশি স্বচ্ছতার অভাব আছে' বলে উল্লেখ করেছেন বটে; কিন্তু প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে আমরা দেখি, প্রায় 'সর্বাঙ্গে ঘা'-এর মতো দুর্নীতি ক্ষত-বিক্ষত করছে দেশের শিক্ষা খাতকে।

দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার মান ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, সরকারি নিয়মনীতি অনুসরণ ও সরকারি অর্থের সদ্ব্যবহার হচ্ছে কিনা, তা নিশ্চিত করার জন্য ১৯৮০ সালে যুক্তরাজ্যের মডেলে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতর (ডিআইএ) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই অধিদফতর তার কার্যতালিকাভুক্ত বিষয়সমূহ নিয়ে কাজে নেমে যেসব অনিয়ম ও দুর্নীতির সন্ধান পেয়েছে, তাকে 'ভয়াবহ' বলে বর্ণনা করেছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। সংসদীয় কমিটির জন্য তৈরি প্রতিবেদনে বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় জাল সনদ দিয়ে নিয়োগ পাওয়া ৩৬৩ জন শিক্ষককে তারা শনাক্ত করেছেন। ঢাকা বিভাগে ৮২, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগে ১১, রাজশাহী ও রংপুরে ১০৯, খুলনা ও বরিশালে ৬৬টিসহ আরও ৯৫ জন জাল সনদধারী শিক্ষককে তারা শনাক্ত করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করেছে। কিন্তু 'রহস্যজনক' কারণে এদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। যদিও শিক্ষামন্ত্রী এসব জাল সনদধারীদের প্রতারক বলে অভিহিত করে বলেছেন, 'এদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হবে।'

পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতর (ডিআইএ) জানুয়ারি ২০০৯ থেকে চলতি মাস পর্যন্ত ৮৬৯৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওপর প্রতিবেদন জমা দিলেও মন্ত্রণালয় মাত্র ২২৫টি প্রতিবেদনের নিষ্পত্তি করেছে। জানা গেছে, এসব 'নিষ্পত্তি'ও করা হয়েছে 'রফা' করে। আর এসব 'রফাদার' হচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) এবং ডিআইএ-রই একশ্রেণীর অসাধু কর্মকর্তা। দুর্নীতির মাধ্যমে নিয়োগ পাওয়া এসব শিক্ষক এমপিওভুক্ত হয়ে সরকারি বেতনের অংশ হিসেবে প্রায় সাড়ে ২০ কোটি টাকা তুলে নিয়েছেন। এ ছাড়াও ৮৬৯৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেনাকাটা, সংস্কার কাজসহ বিভিন্ন খাতে রাষ্ট্রের প্রায় ১৫৮ কোটি টাকা লোপাট করেছে।

মানুষ তৈরির কারিগর শিক্ষকরা যদি নিজেরাই এমন গর্হিত প্রতারণার আশ্রয় নেন, অনিয়ম শনাক্তকারী সংস্থার লোকেরা যদি নিজেরাই অসাধুতার আশ্রয় নেন, সর্বোপরি যারা ব্যবস্থা নেবে সেই খোদ মন্ত্রণালয় ও মাউশির সংশ্লিষ্টরা যদি নিজেরাই 'রফাদার' হিসেবে দুর্নীতিবাজদের ছাড় দেন, তাহলে প্রকৃত শিক্ষার দফারফা হতে আর বাকি কিছু থাকবে না। শিক্ষা নিয়ে যে সংকট দেশে তৈরি হয়েছে, তাতে এখন অভিভাবকরাও নিগ্রহের শিকারে পরিণত হয়েছেন। তার সঙ্গে শিক্ষা নিয়ে এমন অনৈতিক ঘটনাবলী যুক্ত হয়ে তা দেশে এক সার্বিক নৈরাজ্যজনক পরিবেশ তৈরি করবে। সেটা সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন কোনো নাগরিকেরই কাম্য নয়। আমরা আশা করি, শিক্ষাঙ্গনে যারা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে দেশকে বিপর্যয় থেকে রক্ষায় শিক্ষামন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সবাই সক্রিয় হবেন।